Father-in-law's house of world famous poet Rabindranath Tagore is well known among the places related to the poet in Khulna Division. Dakshindihi Roy Bari is well-known as Father-in-law's house of world famous poet Rabindranath Tagore. It is situated at village Dakshindihi of Fultala Upazilla, 19 kilometers away from the Khulna city.

On 9 December, 1883 world famous poet Rabindranath Tagore married Vabotarini Devi who was the daughter of this house-owner, named Beni Madhob Roy Chowdhury. After marriage the name of Vabotarini was changed in to Mrinalini Debi according to the custom of Tagore's family. At the time of marriage, the poet was 22 years 7 months old and Vabotarini was 10 years 11 month old. Mrinalini's father Beni Madhob Roy Chowdhury was the employee of Tagore's estate. Phultala of Jessore (at present under Khulna District) was selected as bride searching place for Rabindranath from his family. Worth-mentioning that Roy family realized necessity of building a luxurious residence after the marriage of Mrinalini with world famous poet Rabindranath Tagore. Accordingly, in 1890 Nagendranath Roy Chowdhury who is brother-in-law of the poet, started to build the house. From 1890 the construction work of the house had been run for a few years.

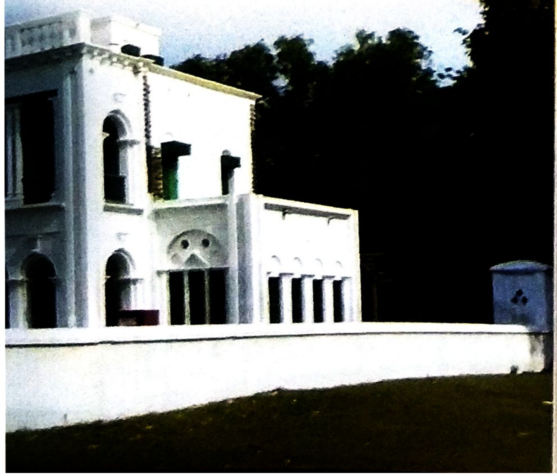

Father-in-Law's House of World Famous Poet Rabindranath Tagore

Regional Directorate Office, Khulna
Department of Archaeology
Ministry of Cultural Affairs

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

খুলনা বিভাগে অবস্থিত রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি অন্যতম যা পূর্বে দক্ষিণডিহি রায়বাড়ি নামে পরিচিত ছিলো। খুলনা শহর থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে এই ভবনের অবস্থান। খুলনা-যশোর মহাসড়কের বেজের ডাংগা বাসস্টপ থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার পূর্বে গেলে এই ভবনটি দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ সালে এ বাড়ির গৃহকর্তা বেণীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী দেবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিলো ২২ বছর ৭ মাস, আর ভবতারিণীর বয়স ছিলো মাত্র ১০ বছর ১১ মাস। বিয়ের পর ঠাকুর পরিবারের প্রথা অনুযায়ী ভবতারিণী দেবীর নাম বদলে মৃণালিনী দেবী রাখা হয়। মৃণালিনী দেবীর পিতা বেণীমধাব রায় চৌধুরী ছিলেন ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী। পরিবার থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্য পাত্রী সন্ধান ক্ষেত্র হিসেবে তৎকালীন যশোরের ফুলতলা (বর্তমানে খুলনা জেলাধীন) এলাকা নির্বাচন করা হয়। জোড়া সাঁকো ঠাকুর পরিবারের সাথে দক্ষিণডিহির সম্পর্ক ছিলো নিবিড়। রবীন্দ্র পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত দক্ষিণডিহি রবীন্দ্রনাথের পাঁচপুরুষের শ্বশুরবাড়ি হিসেবেও পরিচিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা সারদা সুন্দরী দেবী, কাকী ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী ও স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, সকলেই ছিলেন দক্ষিণডিহির মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে মৃণালিনীর বিয়ের পর উন্নত বসতবাড়ি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন রায় পরিবার। তাই ১৮৯০ সালে কবির শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দক্ষিণডিহি 'রায়বাড়ি' এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ১৮৯০ সালে শুরু হয়ে কয়েক বছর যাবৎ চলে এ বাড়ির নির্মাণ কাজ।

এ বাড়ির মূল ভবনটি ভূমি থেকে ৬০ সেন্টিমিটার উঁচু একটি মঞ্চের উপর নির্মিত। এই দোতলা ভবনের উপর একটি চিলেকোঠা রয়েছে। মূল ভবনের নীচ তলায় ৪টি এবং দোতলায় ২টি কক্ষ রয়েছে। দোতলার দক্ষিণ দিকে একটি বারান্দা আছে। পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত এই ভবনটির পরিমাপ ১৫.৫৫ মিটার (দৈর্ঘ্য) x৭.৮৮ মিটার (প্রস্থ)। বারান্দার পরিমাপ ৮.১২ মিটার (দৈর্ঘ্য) x ৩.৪২ মিটার (প্রস্থ)। ভবনের দেয়ালের পুরুত্ব ০.৬০ মিটার। ভবনের নীচতলার উচ্চতা ৪.০১ মিটার। উপর তলার উচ্চতা ৪.২১ মিটার। ভবনটির দেয়ালের গাঁথুনীতে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ২৫ সেন্টিমিটার x ১২ সেন্টিমিটার x ৭ সেন্টিমিটার। ভবনের স্থাপত্য ও গঠন কাঠামোতে বৃটিশ যুগের স্থাপত্য রীতিনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ভবনের দক্ষিণ দিকে ৫ টি ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ির সাহায্যে ৩টি অর্ধবৃত্তাকার খিলানপথের মাঝখান দিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করতে হয়। খিলান তিনটি দুটি গোলাকার স্তম্ভের উপর স্থাপিত। পূর্ব-পশ্চিম দিকেও বারান্দায় দুটি অর্ধ বৃত্তাকার খিলান রয়েছে। ভবনটির ছাদ লোহার কড়িকাঠ, কাঠের বর্গার সমন্বয়ে নির্মিত। ভবনের ছাদের তলদেশ লোহা ও কাঠের বর্গার উপর স্থাপিত। একতলা ও দোতলা ছাদ বরাবর সমান্তরাল কার্নিশ আছে। ছাদের উপরে দক্ষিণ দিকে একটি প্যারাপেট আছে। প্যারাপেটের মধ্যে চুন বালির কাজ করা নকশা রয়েছে। নীচ তলায় ৮টি দরজা ও ২১টি জানালা আছে। ভবনের দরজা জানালায় কাঠের খড়খড়ি রয়েছে। জানালা ও দরজায় শিকলের ব্যবস্থা আছে। নীচতলার বারান্দায় প্রবেশের পর মূল ভবনে প্রবেশের জন্য ১টি দরজা ও ২ পার্শ্বে ২টি জানালা আছে। জানালায় মোটা লোহার গ্রিল রয়েছে। ভিতরে ও বাইরে ২টি করে প্রতি জানালায় কাঠের মোট ৪টি পাল্লা আছে। কোনো কোনো জানালায় কাঠের খড়খড়ি দেখা যায়। নীচ তলায় একটি কক্ষে কাঠের পাল্লা যুক্ত দেয়াল আলমিরা আছে। দোতলায় মোট ৭টি দরজা এবং ৬ টি জানালা আছে। দোতলায় নীচ তলার অনুরুপ কাঠের পাল্লাযুক্ত তিনটি দেয়াল আলমিরা আছে। দোতলার বারান্দার সম্মুখভাগে ৬টি গোলাকার স্তম্ভ ক্যাপিটালসহ দৃশ্যমান। বারান্দার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশে লোহার রেলিং রয়েছে। দোতলার বারান্দার উভয় পার্শ্বের লোহার রেলিং এবং উপরে ড্রপওয়াল হিসেবে ব্যবহৃত কাঠের খড়খড়ি আছে। সিঁড়ির সাহায্যে দোতলা ও তিনতলায় চিলিকোঠায় ওঠার ব্যবস্থা আছে। লোহার কারুকার্য খোচিত নকশার উপরে আছে কাঠের নির্মিত সিড়ির রেলিং। মূল ভবনের পূর্বদিকে চারটি অর্ধবৃত্তকার প্রবেশপথসহ একটি কক্ষ রয়েছে। উত্তর দিকের দেওয়ালের বাইরের দিকে নীচতলার ছাদ বরাবর অনেকগুলি লোহার কড়া সমান্তরালভাবে লাগানো আছে। পূর্বে সম্ভবত এর সাথে একটি চালা সংযুক্ত ছিল। এই দিকের দোতালার জানালাগুলির বাইরের দিকে কাঠের সানশেড দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এতে বৃষ্টির পানি ঘরে প্রবেশ করতে পারত না। সম্প্রতি সংস্কার সংরক্ষণের জন্য ভবনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত উন্মুক্ত অংশে খননের ফলে বারান্দাসহ বেশ কয়েকটি কক্ষের ও মেঝের ভিত্তি ভূমির অংশবিশেষ পাওয়া গেছে।

স্ত্রী মৃণালীনি দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেণীমাধব রায় চৌধুরীর পুত্রদের মৃত্যুর পর ও উত্তরাধিকারিদের অনুপস্থিতির কারণে ভবনটি অবৈধ দখলে চলে যায়। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর ১৯৯৫ সালের ৭ সেপ্টম্বর ভবনটি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। ২০১০ সালের ২৭ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বালাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক মূল ভবনটির প্রয়োজনীয় সংস্কার সংরক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়াও মূল ভবনের ০.০৪ একর ভূমিসহ মোট ০.৪০ একর ভূমিতে সীমানা প্রাচীর, গার্ডসেড ও টিকেট কাউন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক এখানে একটি প্রদর্শনীকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মৃণালিনী দেবীর বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র এ প্রদর্শনীকেন্দ্রে প্রদর্শিত হয়েছে। ভবনের পূর্বদিকের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছফেদা তলায় নির্মিত মৃণালিনী মঞ্চে প্রতি বছর কবির জন্ম ও প্রয়াণ দিবস পালিত হয়ে থাকে।

The main building of the house was built on a 60 cm high platform. The measurement of the main building is 15.55m x 7.88m. There are 4 rooms on the ground floor. The first floor was built as like as the shape of the ground floor and has a verandah in its front part. There is a stair of 21 steps on the north part of the first floor to climb on the roof. Ironed railing and wood were used in the stairs. The roof of the house was built with wood rafter and iron. Total area of the house is 7.8 acres. In 1995 the local government able to setting free its illegal possession. After that on 27 July, 2010 total 0.40 acres land with the main building was declared as the protected monument by the Government of the Peoples Republic of Bangladesh. The Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs is the custodian of this house on behalf of the Government. Preservation and conservation works of the ruined house has been done by the Department of Archaeology and boundary wall, guard shed, ticket counter etc also constructed to develop the area as a cultural heritage site. From recent excavation for conservation ruins of some rooms with floor and Varandah also exposed at the western side of the house. A display also establishes here to exhibit the photographs of Tagore and Mrinalini Devi. Cultural programme held every year at the time of birth and death anniversary of poet at the premises of the house.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি (Father-in-Law's House of Rabindranath Tagore)

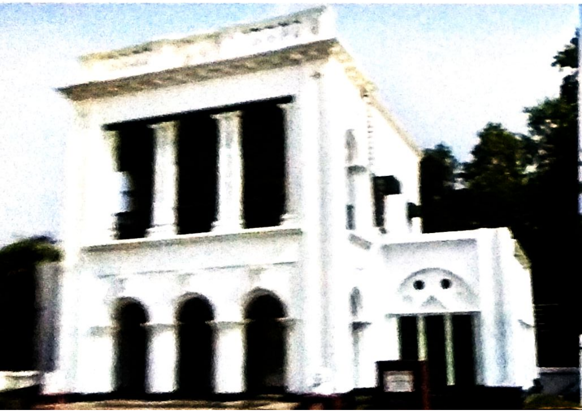

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি (Father-in-Law's House of Rabindranath Tagore)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি (Father-in-Law's House of Rabindranath Tagore)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি (Father-in-Law's House of Rabindranath Tagore)